অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

একাদশ খণ্ড : ফিলিপীয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible

CHURCH

একাদশ খণ্ড : ফিলিপীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান: পত্রটিতে স্পষ্টভাবে এই উল্লেখ রয়েছে যে, প্রেরিত পৌল এর লেখক। অনেকের মতে পৌল সিজারিয়ায় বন্দী থাকাকালে এই পত্রটি লিখেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে পৌল রোমে থাকাকালে এই পত্রটি লিখেছিলেন, যখন তিনি তাঁর নিজের ভাড়া করা বাসায় গৃহবন্দী হিসেবে ছিলেন। সুতরাং এর রচনার সময়কাল আনু-মানিক ৬২ বা ৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রাপক: ফিলিপীয় মণ্ডলীর ঈমানদারদের কাছে পৌল এই পত্রটি লিখেছিলেন।

উদ্দেশ্য: এই পত্রের মাধ্যমে পৌল ফিলিপীয়দের দানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলেন, যা তারা জেরুশালেমের দারিদ্রক্লিষ্ট ঈসায়ীদের জন্য দান করেছিল। এছাড়া তিনি তাদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর কারাবরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ বিজয়ী হয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। তিনি তাদের সংবাদবাহক ইপাফ্রদীতের প্রশংসা করেছেন এবং তাকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তারা যেন স্বার্থপরতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বরং ঈসা মসীহের মত নম্র মনোভাবাপন্ন হয়। তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দেন যে, মসীহের সঙ্গে তাদের যে জীবন তা আল্লাহ্র পরম অনুগ্রহের দান, যা তারা ঈমানের মাধ্যমে লাভ করেছে, ইহুদী শরীয়ত ও নিয়ম-কানুন পালনের মাধ্যমে নয়।

বিষয়বস্তু: পৌলের তাঁর এই পত্রটি ইউরোপ মহাদেশে তাঁর নিজের স্থাপিত প্রথম মণ্ডলী, ফিলিপীয় মণ্ডলীর কাছে লিখেছেন। রোমীয় সাম্রাজ্যের ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত ছিল ফিলিপী। আনুমানিক ৪৯ বা ৫০ খ্রীষ্টাব্দে পৌল ঐ মণ্ডলী স্থাপন করেন (প্রেরিত ১৬)। এই চিঠি লেখার সময় পৌল কারাগারে বন্দী ছিলেন (১:৭,১৩,১৪,১৭)। তিনি অন্যান্য ঈসায়ী নেতাদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হন। সেই সাথে মণ্ডলীর ভ্রান্ত শিক্ষকরাও তাদের ভ্রান্ত শিক্ষা দ্বারা পৌলের অশান্তির কারণ হয়েছিলেন। তাই পত্রটিতে ঈসায়ী একতার বিষয়ে পৌল বেশি জোর দিয়েছেন (২ অধ্যায় ও ৪:২ আয়াতের ভূমিকা দেখুন)। তবুও এর মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করি ঈসা মসীহের উপর গভীর ঈমানের ফলেই তাঁর যেন আনন্দ ও আশার শেষ নেই।

পত্রটি লেখার পিছনে তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে কাজ করেছে তাঁর প্রয়োজনের সময়ে ফিলিপীয় মণ্ডলীর লোকদের পাঠানো উপহার (৪:১০-২০)। তবে তিনি এই পত্রে মণ্ডলীর লোকদের তাঁর নিজের ও তাদের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাদের সৎসাহস ও বিশ্বাস রক্ষা

করে চলতে বলেছেন। তিনি তাদের অনুরোধ করেছেন যেন তারা ঈসা মসীহের মত নম্রতার আদর্শে চলে, কিন্তু অহংকারী ও উচ্চাভিলাষী না হয়। তাদের তিনি মনে করিয়ে দেন যে, মসীহের সাথে তাদের একতার জীবন আল্লাহ্র অনুগ্রহ দান, যা কেবল তারা ঈমানের ফলেই লাভ করেছে, কিন্তু ইহুদীদের শরীয়ত ও অনুষ্ঠান পালন করে পায় নি। তিনি আনন্দ ও শান্তির বিষয়ে লিখেছেন, যা মসীহের সঙ্গে একতায় যারা বাস করে তাদের আল্লাহ্ দান করেন।

এই পত্রটির প্রধান শিক্ষা আনন্দ (১:৪), ঈমান, একতা (১:২৭) এবং ঈসায়ী ঈমান ও জীবনে স্থির হয়ে চলা। এই পত্রটির মধ্যে ঐ মণ্ডলীর জন্য পৌলের গভীর মহব্বতের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

পৌলের সময়ে ফিলিপী নগর: রোমীয় ঔপনিবেশিক নগর ফিলিপী ছিল ম্যাসিডোনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর। স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য এই নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া সামরিক শক্তির বিবেচনায় নগরীটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মহান আলেকজান্ডারের পিতা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে নগরটির নামকরণ করা হয়, যিনি ছিলেন নগরটির প্রতিষ্ঠাতা। রোমীয় শাসনাধীন হওয়ায় এখানে প্রধানত ল্যাটিন ভাষা প্রচলিত ছিল।

মূল আয়াত: "তোমরা প্রভুতে সব সময় আনন্দ কর; পুনরায় বলবো, আনন্দ কর" (৪:৪)।

প্রধান প্রধান লোক: হযরত পৌল, তীমথি, ইপাফ্রদীত, উবদিয়া ও সুন্তখী

প্রধান স্থানসমূহ: ফিলিপী

কিতাবটির রূপরেখা:

(১) শুভেচ্ছা (১:১-২)

(২) ফিলিপীয়দের জন্য মুনাজাত (১:৩-১১)

(৩) জীবন মসীহ্ এবং মরণ লাভ (১:১২-২৬)
(৪) জীবনদায়ী শিক্ষা (১:২৭-২:১৮)
- ক. সুসমাচারের যোগ্য জীবন যাপন করা (১:২৭-৩০)
- খ. ঈসা মসীহ্ ত্যাগ স্বীকারের চূড়ান্ত আদর্শ (২:১-১৮)

(৫) সুসমাচার তবলিগে পৌলের সহযোগীগণ (২:১৯-৩০)
- ক. তীমথি (২:১৯-২৪)
- খ. ইপাফ্রদীত (২:২৫-৩০)

(৬) ইহুদীভাবাপন্ন ও ঈসায়ী নীতির বিরোধীদের ব্যপারে সতর্কীকরণ (৩:১-৪:১)
- ক. হযরত পৌলের ঈসায়ী জীবন (৩:১-১৬)
- খ. লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়ানো (৩:১৭-৪:১)

(৭) চূড়ান্ত অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও উপসংহার (৪:২-২৩)
- ক. প্রভুতে স্থির থাকার নিবেদন ও প্রভুতে আনন্দ (৪:২-৯)
- খ. উপহারের জন্য শুকরিয়া (৪:১০-২০)

(৮) শেষ কথা ও দোয়া (৪:২১-২৩)

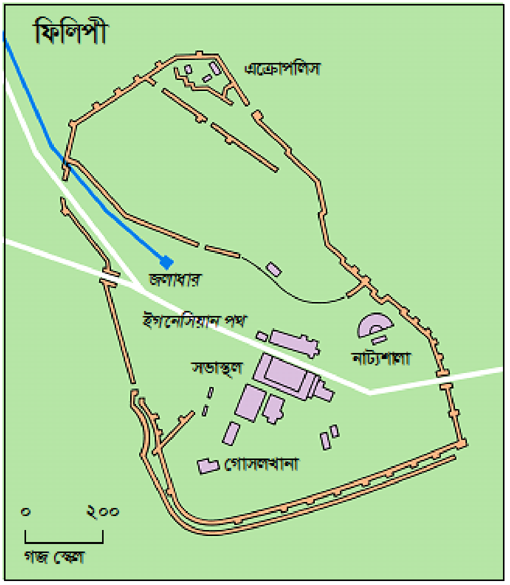

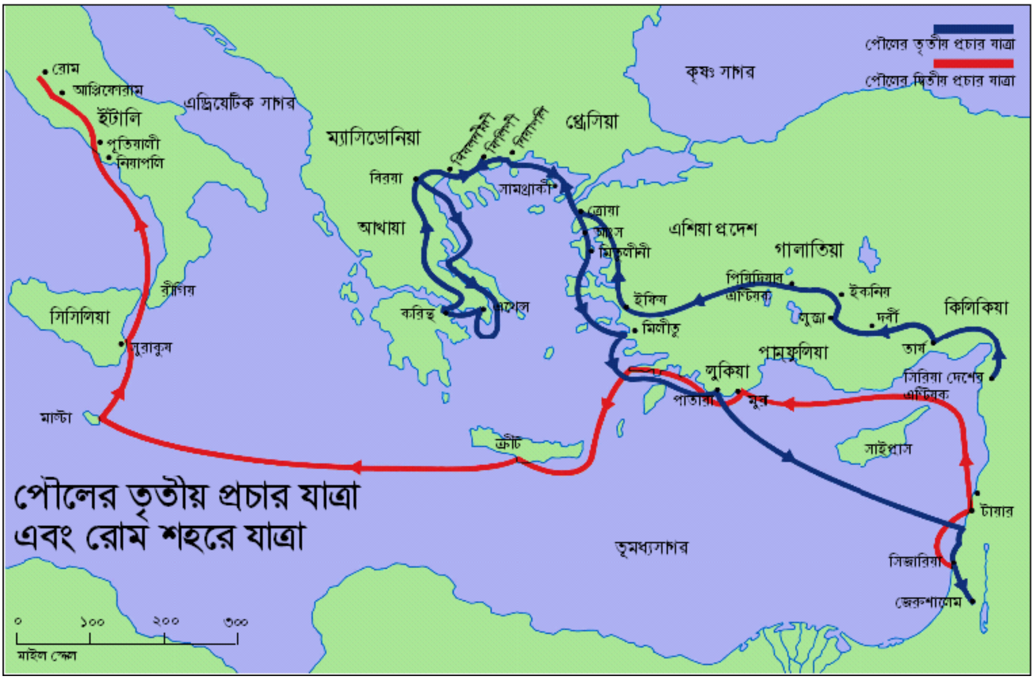

BACIB
International Bible CHURCH

ঈসায়ী ধর্ম-বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান নীতিসমূহ		
বিষয়বস্তু	**ব্যাখ্যা**	**গুরুত্ব**
ঈসা মসীহ্ স্বয়ং আল্লাহ্	ঈসা মসীহ্ মানব দেহে মূর্তিমান আল্লাহ্, সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রভু এবং নতুন সৃষ্টির প্রভু। তিনি অদৃশ্য আল্লাহ্র দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি। তিনি অনন্তকালীন, পূর্ব-অস্তিত্বসম্পন্ন, সর্বত্র বিরাজমান, পিতার সমকক্ষ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ।	যেহেতু ঈসা মসীহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সে কারণে আমাদের জীবন হওয়া উচিত মসীহ্-কেন্দ্রিক। তাঁকে আল্লাহ্ হিসেবে স্বীকৃতি দানের অর্থ হল আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং তাঁর ইচ্ছা পালনের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হওয়া।
ঈসা মসীহ্ মণ্ডলীর মস্তক	যেহেতু মসীহ্ই আল্লাহ্, তাই তিনি তাঁর প্রকৃত ঈমানদারদের মণ্ডলীর মস্তক। মসীহ্ এই দুনিয়ার স্রষ্টা, নেতা ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বধারী। আমাদের সকল চিন্তা ও কাজের প্রথমে অবস্থান করার অধিকার তাঁরই।	মসীহ্কে আমাদের মস্তক হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রথমেই আমাদের সকল কাজে ও চিন্তায় তাঁর নেতৃত্বকে স্বাগত জানাতে হবে। কোন ব্যক্তি, দল বা মণ্ডলীর প্রতি মসীহের চেয়ে বেশি আনুগত্য দেখানো যাবে না।
মসীহের সাথে এক হওয়া	যেহেতু আমাদের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আল্লাহ্র সাথে পুনর্মিলিত হয়েছি, সে কারণে আমরা মসীহের সাথে এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, যে বন্ধন আর কখনো ভেঙ্গে যাবে না। আমাদের ঈমান তাঁর সাথে আমাদেরকে যুক্ত করেছে। আমরা তাঁর মৃত্যু, কবরস্থ হওয়া ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে অনন্তকালের জন্য যুক্ত হয়েছি।	আমাদের উচিত আল্লাহ্র সাথে নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা। যখন আমরা এই কাজটি করি তখন আমরা মসীহের সাথে ও একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হই।
মানুষ কর্তৃক নির্মিত ধর্ম পরিত্যাজ্য	ভণ্ড শিক্ষকেরা মানুষ কর্তৃক নির্মিত ধর্ম প্রচার করত, যেখানে স্ব-প্রণীত আইনের উপর জোর দেওয়া হত। তারা তাদের দেহের সংযম ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে রূহানিক বৃদ্ধি লাভের চেষ্টা করত। এর ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল গর্ব ও ঔদ্ধত্য।	আমাদের নিজেদের ধারণাকে ঈসায়ী মতাদর্শের সাথে মেশানো যাবে না। ঈসায়ী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য মসীহ্ ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষক, দল, বা কোন মতাদর্শের অনুসারী হওয়া যাবে না। মসীহ্ আমাদের একমাত্র আশা ও আমাদের জ্ঞানের একমাত্র সত্যিকার উৎস।

শুভেচ্ছা

১ ১ পৌল ও তীমথি, মসীহ্ ঈসার গোলাম-
মসীহ্ ঈসাতে স্থিত যত পবিত্র লোক
ফিলিপীতে আছেন, তাঁদের এবং বিশপদের ও
পরিচারকদের সমীপে। ২ আমাদের পিতা আল্লাহ্
ও প্রভু ঈসা মসীহ্ থেকে রহমত ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।

ফিলিপীয়দের জন্য মুনাজাত

৩ তোমাদের কথা স্মরণ হলেই আমি আমার
আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাই, ৪ সব সময় আমার
সমস্ত মুনাজাতে তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ
সহকারে মুনাজাত করে থাকি, ৫ কারণ প্রথম দিন
থেকে আজ পর্যন্ত ইঞ্জিলের পক্ষে তোমরা
সহভাগী আছ। ৬ আর এতে আমার দৃঢ় ভরসা
আছে যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কাজ
আরম্ভ করেছেন, তিনি ঈসা মসীহের দিন পর্যন্ত
তা সুসম্পন্ন করবেন। ৭ আর তোমাদের সকলের
বিষয়ে আমার এই মনোভাব রাখা ন্যায়সঙ্গত,
কেননা তোমরা আমার হৃদয়ের মধ্যে স্থান
পেয়েছ; কারাগারে আমার বন্দী থাকা সম্বন্ধে
এবং ইঞ্জিলের পক্ষ সমর্থন ও নিশ্চিতকরণ
সম্বন্ধে– এই দুই বিষয়েই তোমরা সকলে আমার
সঙ্গে রহমতের সহভাগী হয়েছ। ৮ কারণ আল্লাহ্
আমার সাক্ষী যে, মসীহ্ ঈসার স্নেহে আমি
তোমাদের সকলের জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী।
৯ আর আমি মুনাজাত করি তোমাদের মহব্বত
যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উত্তরোত্তর
উপচে পড়ে; ১০ এভাবে তোমরা যেন যা যা উত্তম
তা বেছে নিতে পার এবং মসীহের আসার দিন
পর্যন্ত যেন তোমরা খাঁটি ও নিখুঁত থাকতে পার,
১১ যেন ধার্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ হও, যা ঈসা
মসীহের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়, এভাবে যেন
আল্লাহ্‌র গৌরব ও প্রশংসা হয়।

জীবন মসীহ্ এবং মরণ লাভ

১২ হে ভাইয়েরা, আমার ইচ্ছা এই যেন তোমরা
জানতে পার যে, আমার সম্বন্ধে যা যা ঘটেছে তা
দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিল তবলিগের কাজ
সম্প্রসারিত হয়েছে; ১৩ বিশেষত বাদশাহ্‌র সমস্ত
রক্ষীদল এবং অন্যান্য সকলে জানতে পেরেছে
যে, মসীহের জন্যই আমি বন্দী অবস্থায় আছি;
১৪ এবং প্রভুতে স্থিত অধিকাংশ ভাই আমার এই
বন্দী অবস্থার কারণে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নির্ভয়ে
আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করতে বেশি সাহসী
হয়েছে।
১৫ অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ, এমন কি,
হিংসা ও ঝগড়া-বিবাদ বশতঃ, আর কেউ কেউ
সৎ মনোভাব নিয়ে মসীহ্‌কে তবলিগ করছে।
১৬ এরা মহব্বতে সঙ্গেই মসীহ্‌কে তবলিগ
করছে, কারণ জানে যে, আমি ইঞ্জিলের পক্ষ
সমর্থন করতে নিযুক্ত রয়েছি। ১৭ কিন্তু অন্যেরা
স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বশতঃ মসীহ্‌কে তবলিগ
করছে, আন্তরিকভাবে নয়, তারা মনে করছে
বন্দীদশায় তারা আমাকে আরও কষ্ট দিতে
পারবে। ১৮ কিন্তু তাতে কি? কপটতা বা
সত্যভাবে, যে কোনভাবে হোক, আসল কথা হল
মসীহ্ তবলিগকৃত হচ্ছেন; আর এতেই আমি
আনন্দ করছি, হ্যাঁ, পরেও আনন্দ করবো।
১৯ কেননা আমি জানি, তোমাদের মুনাজাত এবং
ঈসা মসীহের রূহের সহায়তায় তা আমার মুক্তির
সপক্ষ হবে। ২০ হ্যাঁ, আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা
ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোনভাবে লজ্জিত হব
না, বরং সম্পূর্ণ সাহস সহকারে যেমন আগে
তেমনি এখনও আমার জীবন দ্বারা হোক, বা
মৃত্যু দ্বারা হোক, মসীহ্ আমার দেহে মহিমান্বিত

[১:১] প্রেরিত ১৬:১,১২; ৯:১৩; ২করি ১:১; ১তীম ৩:১; ১তীম ৩:৮।
[১:২] রোমীয় ১:৭।
[১:৩] রোমীয় ১:৮।
[১:৪] রোমীয় ১:১০।
[১:৫] ফিলি ৪:১৫; প্রেরিত ২:৪২; ১৬:১২-৪০।
[১:৬] জবুর ১৩৮:৮; ১করি ১:৮।
[১:৭] ২পিতর ১:১৩; ২করি ৭:৩; প্রেরিত ২১:৩৩।
[১:৮] রোমীয় ১:৯।
[১:৯] ১থিষ ৩:১২; ইফি ১:১৭।
[১:১০] ১করি ১:৮।
[১:১১] ইয়াকুব ৩:১৮।
[১:১৩] প্রেরিত ২১:৩৩।
[১:১৪] প্রেরিত ২২:৩৩; ৪:২৯।
[১:১৭] ফিলি ২:৩; প্রেরিত ২১:৩৩।
[১:১৯] ২করি ১:১১; প্রেরিত ১৬:৭; ফিলী ২২।
[১:২০] রোমীয় ৮:১৯; ১৪:৮; ১করি ৬:২০।

১:১ তীমথি। সুসমাচার তবলিগে পৌলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ১ম ও ২য় তীমথি পত্রটি পৌল যার উদ্দেশে লিখেছিলেন।

১:৪ আনন্দ। মসীহ্‌তে আমরা যে নাজাত লাভ করি, আনন্দ তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই আনন্দে সব সময় পূর্ণ থাকতে হলে আমাদেরকে তাঁর কালামে অবস্থিতি করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে এবং তাঁর সকল হুকুমের বাধ্য হতে হবে।

১:৫ ইঞ্জিলের পক্ষে সহভাগী। পৌল নিজে যে ইঞ্জিল গ্রহণ করেছিলেন, সেটাই তিনি ফিলিপীয়দের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এ কারণে তিনি তাদের সাথে ইঞ্জিলের সহভাগী বা অংশীদার।

১:৬ দৃঢ় ভরসা। তাদের জন্য আল্লাহ্ যা করেছেন তার পাশাপাশি তাদের অন্তরের মাঝে তিনি যে পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং তাদেরকে তিনি যে নাজাত দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

১:৯ তত্ত্বজ্ঞানে ... উপচে পড়ে। ঈসায়ী মহব্বতের ভিত্তি কিতাব ভিত্তিক প্রত্যাদেশ, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির উপর স্থাপিত। কাজের আমাদের ভেতরে মহব্বত অবস্থান করলে এই জ্ঞান ও বিবেচনা অবশ্যই আমাদের মাঝে পরিলক্ষিত হবে।

১:১১ ধার্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ হও। সকল ঈসায়ীর কাছ থেকে যা আল্লাহ্ আশা করেন। ধার্মিকতার পাশাপাশি এখানে সৎ কাজ ও পবিত্রতার গুণাবলীকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা তাদের জীবনে থাকা বাঞ্ছনীয়।

১:১৫ হিংসা ও ঝগড়া-বিবাদ বশতঃ। সম্ভবত পৌল এখানে ইহুদীবাদী ঈসায়ীদের কথা বলছেন, যারা শরীয়ত পালন ও খৎনা করানোর জন্য নব্য ঈসায়ীদেরকে চাপাচাপি করতো।

১:১৬ ইঞ্জিলের পক্ষ সমর্থন। ঈসা মসীহের সুসমাচার এবং বৃহত্তর অর্থে সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসের সত্যগুলোকে সমর্থন করা এবং যারা তা বিকৃত করতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করা সমস্ত ঈমানদারের একান্ত দায়িত্ব।

১:১৮ যে কোনভাবে হোক। পৌল এসব ভণ্ড তবলিগকারীদেরকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এমন নয়। তবে তিনি এটি স্বীকার করছেন যে, তাদের বার্তা সত্য; যদিও তাদের উদ্দেশ্য সঠিক পথে ধাবিত হয় নি।

১:১৯ ঈসা মসীহের রূহ্। পাক-রূহ্ কেবল পিতা আল্লাহ্‌র রূহ্ নন, তিনি ঈসা মসীহের রূহ্, যিনি ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। পাক-রূহ্ ঈমানদারদের অন্তরে বসবাস করেন, এ কারণেই তিনি ঈসা মসীহের রূহ্ হয়ে তাদের মাঝে অবস্থান নেন।

BACIB International Bible CHURCH

হবেন। ২১ কেননা আমার পক্ষে জীবন মসীহ্
এবং মরণ লাভ। ২২ কিন্তু এই দেহে থাকতে যে
জীবন, তাতে যদি আমার ফলবান কাজের সুযোগ
হয়, তবে কোন্‌টি মনোনীত করবো তা বলতে
পারি না। ২৩ অথচ আমি দুইয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত
হচ্ছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করে
মসীহের সঙ্গে থাকি, কেননা তা বহুগুণে বেশি
শ্রেয়; ২৪ কিন্তু এই দেহে জীবিত থাকা তোমাদের
জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়। ২৫ আর আমি
নিশ্চিতভাবে এই বিষয় জানি যে, আমি বেঁচে
থাকব, এমন কি, ঈমানে তোমাদের বৃদ্ধি ও
আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের কাছে থাকব,
২৬ যেন তোমাদের কাছে আমার ফিরে আসবার
মধ্য দিয়ে মসীহ্ ঈসাতে তোমাদের যে গর্ব তা
আমার মধ্যে উপচে পড়ে।
২৭ কেবল, মসীহের ইঞ্জিলের যোগ্যরূপে তাঁর
লোকদের মত জীবন-যাপন কর; আমি এসে
তোমাদের দেখি বা অনুপস্থিত থাকি, আমি যেন
তোমাদের বিষয়ে শুনতে পাই যে, তোমরা এক
রূহে স্থির আছ, এক প্রাণে ইঞ্জিলের ঈমানের
পক্ষে মল্লযুদ্ধ করছো; ২৮ এবং কোন বিষয়েই
বিপক্ষদের ভয় পাচ্ছো না। এটা ওদের জন্য
বিনাশের, কিন্তু তোমাদের জন্য নাজাতের প্রমাণ,
আর এটি আল্লাহ্‌র দেওয়া। ২৯ যেহেতু তোমাদের
মসীহের খাতিরে এই রহমত দান করা হয়েছে
যেন কেবল তাঁর উপর ঈমান আনতে পার তা
নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখভোগও করতে পার;
৩০ কারণ আমার মধ্যে যেরকম দেখেছ এবং
এখনও আমার মধ্যে হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছ
তোমরাও সেই একই রকম কষ্টের মধ্য দিয়ে
যাচ্ছ।

ঈসা মসীহ্ ত্যাগস্বীকারের চূড়ান্ত আদর্শ

২ ১ অতএব মসীহে যদি কোন উৎসাহ,
মহব্বতের কোন সান্ত্বনা, রূহের কোন
সহভাগিতা, কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, ২ তবে
তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর– একই বিষয়
ভাব, এক মহব্বতে মহব্বত কর, এক প্রাণ ও
এক ভাববিশিষ্ট হও। ৩ স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা
কিংবা অহংকারের বশে কিছুই করো না, বরং
নম্রভাবে প্রত্যেকে নিজের চেয়ে অন্যকে শ্রেষ্ঠ
জ্ঞান কর; ৪ এবং প্রত্যেক জন নিজের স্বার্থের
দিকে নয় কিন্তু পরের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখ।
৫ মসীহ্ ঈসার মধ্যে যে মনোভাব ছিল তা
তোমাদের মধ্যেও থাকুক।

৬ যিনি আল্লাহ্‌র স্বরূপবিশিষ্ট থাকলেও,
আল্লাহ্‌র সঙ্গে সমান থাকা ধরে নেবার বিষয়
জ্ঞান করলেন না,
৭ কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন,
গোলামের রূপ ধারণ করলেন,
মানুষের সাদৃশ্যে জন্মগ্রহণ করলেন,
আকার প্রকারে মানুষ হলেন,
৮ তিনি নিজেকে অবনত করলেন,
মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য
হলেন।
৯ এই কারণে আল্লাহ্ তাঁকে সবচেয়ে উঁচু পদ
দান করলেন
এবং তাঁকে সেই নাম দান করলেন যা সমুদয়
নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ;
১০ যেন বেহেশতে, দুনিয়ায় ও পাতালে,
প্রত্যেকেই ঈসার নামে হাঁটু পাতে,
১১ এবং সমস্ত জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে, ঈসা
মসীহ্‌ই প্রভু,
এভাবে পিতা আল্লাহ্ যেন মহিমান্বিত হন।

ঈমানদাররা উজ্জ্বল আলোর মত

১২ অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সব
সময় যেমন বাধ্য হয়ে এসেছ তেমনি কেবল
আমার উপস্থিতির সময়ে নয় বরং এখন আরও
বেশি করে আমার অনুপস্থিতির সময়েও, সভয়ে ও
সকম্পে নিজ নিজ নাজাতের অনুশীলন কর।
১৩ কারণ আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী

[১:২১] গালা ২:২০।
[১:২৩] ২তীম ৪:৬; ইউ ১২:২৬।
[১:২৭] ইফি ৪:১; ১করি ১৬:১৩; এহুদা ৩।
[১:২৯] মথি ৫:১১,১২; প্রেরিত ৫:৪১; ১৪:২২।
[১:৩০] ১থিষ ২:২; ইব ১০:৩২; প্রেরিত ১৬:১৯-৪০।
[২:১] ২করি ১৩:১৪; কল ৩:১২।
[২:২] ইউ ৩:২৯; ফিলি ৪:২; রোমীয় ১৫:৫।
[২:৩] গালা ৫:২৬; রোমীয় ১২:১০; ১পিতর ৫:৫।
[২:৪] ১করি ১০:২৪।
[২:৫] মথি ১১:২৯।
[২:৬] ইউ ১:১; ১৪:৯; ৫:১৮।
[২:৭] ২করি ৮:৯; মথি ২০:২৮; ইউ ১:১৪; রোমীয় ৮:৩; ইব ২:১৭।
[২:৮] মথি ২৬:৩৯; ইউ ১০:১৮; রোমীয় ৫:১৯; ইব ৫:৮; ১করি ১:২৩।
[২:৯] ইশা ৫২:১৩; ৫৩:১২; দানি ৭:১৪; প্রেরিত ২:৩৩; ইব ২:৯; ইফি ১:২০,২১।
[২:১০] জবুর ৯৫:৬; ইশা ৪৫:২৩; রোমীয় ১৪:১১; মথি ২৮:১৮; ইফি ১:১০; কল ১:২০।
[২:১১] ইউ ১৩:১৩।
[২:১২] ২করি ৭:১৫।
[২:১৩] উযা ১:৫; ১করি

১:২১ জীবন মসীহ্ এবং মরণ লাভ। মসীহ্ ছিলেন পৌলের অবিরত আনন্দ ও নিরাপত্তার উৎস, এমন কি কারাগারেও; কারণ মসীহ্ আসতে পৌল তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্যদিকে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে তিনি অনন্তকাল ঈসা মসীহের সাথে বেহেশতে বসবাস করার জন্য সমর্থ হবেন, যা তাঁর কাছে আরও অধিক কাম্য।

১:২৭ ঈমানের পক্ষে মল্লযুদ্ধ। বিশেষত যেখানে সুসমাচার আক্রমণের শিকার হয়, সেখানে ঈসায়ীদের অবশ্যই পরস্পর একসাথে কাঁধে কাঁধ রেখে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন পড়ে।

২:৩ অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। অন্যকে নিজের চেয়ে বেশি প্রতিভাবান বা ভাল বলে ভাবতে বলা হচ্ছে না, কিন্তু অন্তরে ঈসায়ী মহব্বত ধারণ করে অন্যদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বিবেচনা সহকারে চিন্তা করতে হবে।

২:৫ মসীহ্ ঈসার মনোভাব। ঈসা মসীহের ব্যক্তিত্ব অনুসরণ করে ঈসায়ীদেরও আত্মত্যাগ, নম্রতা ও অন্যের জন্য নিঃস্বার্থ মহব্বতের মনোভাব ধারণ করতে হবে।

২:৬ আল্লাহ্‌র স্বরূপবিশিষ্ট। ঈসা মসীহ্ স্বভাবগত দিক থেকে সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ্ ছিলেন। দুনিয়ায় আগমনের আগে, পরে এবং এখন পর্যন্ত তিনি নিজেই আল্লাহ্ এবং পিতা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ।

২:৭ নিজেকে শূন্য করলেন। অর্থাৎ তিনি নিজেকে কিছুই গণ্য করলেন না। তিনি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাঁর বেহেশতী মহিমা, পদমর্যাদা, সম্পদ, অধিকার – এর সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এই দুনিয়াতে এসেছিলেন।

আকার প্রকারে মানুষ। ঈসা মসীহ্ ঠিক মানুষের মতই মানবীয় সত্তা ও মানবীয় রূপ ধারণ করলেন এবং একই সাথে তিনি মানুষের মত নম্রতা ও আনুগত্যের দ্বারা অধীনস্থ হলেন।

২:১২ সভয়ে ও সকম্পে। মসীহ্ আমাদের জন্য নাজাত সাধন করেছেন, যেন আমরা আর ধ্বংসের পথে পা না বাড়াই। আল্লাহ্‌র প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য তাদের হৃদয়ে এমন পবিত্র ভয় ধারণ করা যেন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভীত থাকে এবং মন্দের পথে পা না বাড়ায়। এই ভয়কে আতঙ্ক বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল

BACIB International Bible CHURCH

তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের
সাধনকারী।
১৪ তোমরা বচসা ও তর্ক না করে সমস্ত কাজ
কর, ১৫ যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও নির্দোষ হও,
এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের
মধ্যে আল্লাহ্‌র নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যাদের মধ্যে
তোমরা দুনিয়াতে তারাগুলোর মত উজ্জ্বল হয়ে
আছ। ১৬ সেই লোকদের সম্মুখে তোমরা জীবনের
কালাম ধরে রাখ; এতে মসীহের দিনে আমি এই
বলে গর্ব করতে পারব যে, আমি বৃথা দৌড়াই নি,
বৃথা পরিশ্রমও করি নি। ১৭ কিন্তু তোমাদের
ঈমানের কোরবানী ও সেবাকর্মের উপর যদি
আমার রক্ত পেয় কোরবানী হিসেবে সেচন করা
হয় তবুও আনন্দ করছি, আর তোমাদের সকলের
সঙ্গে আনন্দ করছি। ১৮ সেই ভাবে তোমরাও
আনন্দ কর, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।

হযরত তীমথি ও ইপাফ্রদীতের বিষয়

১৯ আমি ঈসা মসীহে প্রত্যাশা করছি যে,
তীমথিকে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাব যেন
তোমাদের অবস্থা জেনে আমারও প্রাণ জুড়ায়।
২০ কারণ আমার কাছে এমন আর কেউ নেই যে,
তীমথির মত করে প্রকৃতভাবে তোমাদের বিষয়
চিন্তা করে। ২১ কেননা অন্য সকলে ঈসা মসীহের
বিষয় নয় কিন্তু নিজ নিজ বিষয় চেষ্টা করে।
২২ কিন্তু তোমরা তীমথির পক্ষে এই প্রমাণ
পেয়েছ যে, পিতার সঙ্গে সন্তান যেমন, আমার
সঙ্গে ইনি তেমনি ইঞ্জিলের জন্য গোলামীর কাজ
করেছেন। ২৩ অতএব আশা করি, আমার প্রতি
কি ঘটে তা দেখতে পাওয়া মাত্রই তাঁকে
তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। ২৪ আর প্রভুতে
আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আমি নিজেও শীঘ্রই
উপস্থিত হবো।
২৫ আমার ভাই, সহকর্মী ও সহসেনা
ইপাফ্রদীত, যাকে তোমরা আমার সেবাকারী
হিসেবে ও আমার প্রয়োজন মিটাবার জন্য
পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তাকে তোমাদের কাছে

১২:৬; ১৫:১০; গালা ২:৮; ইব ১৩:২১; ইফি ১:৫।
[২:১৪] ১পিতর ৪:৯; ১করি ১০:১০।
[২:১৫] ১থিষ ৩:১৩; মথি ৫:৪৫,৪৮; ইফি ৫:১; প্রেরিত ২:৪০।
[২:১৬] ১করি ১:৮; ৯:২৪; ১থিষ ২:১৯।
[২:১৭] ২করি ১২:১৫; ২তীম ৪:৬; রোমীয় ১৫:১৬; ২করি ৬:১০।
[২:১৯] প্রেরিত ১৬:১।
[২:২০] ১করি ১৬:১০।
[২:২১] ১করি ১০:২৪।
[২:২২] ১করি ৪:১৭; ১তীম ১:২।
[২:২৪] ফিলি ১:২৫।
[২:২৫] রোমীয় ১৬:৩,৯,২১; ২করি ৮:২৩; ফিলি ৪:৩,১৮; কল ৪:১১; ফিলী ১,২।
[২:২৬] ফিলি ১:৮।
[২:২৯] ১তীম ৫:১৭; ১করি ১৬:১৮ ।
[২:৩০] ১করি ১৬:১৭।
[৩:১] ফিলি ২:১৮।
[৩:২] প্রকা ২২:১৫; জবুর ২২:১৬,২০।
[৩:৩] রোমীয় ২:২৮,২৯; ১৫:১৭; গালা ৬:১৪,১৫; কল ২:১১।
[৩:৪] ২করি ১১:২১।
[৩:৫] লূক ১:৫৯; ২করি ১১:২২; রোমীয় ১১:১; প্রেরিত ২৩:৬।

পাঠিয়ে দেওয়া আমি দরকার মনে করলাম।
২৬ কেননা তিনি তোমাদের সকলকে দেখবার
জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তোমরা তাঁর
অসুস্থতার সংবাদ শুনেছ বলে তিনি ব্যাকুল
হয়েছিলেন। ২৭ আর বাস্তবিক তিনি অসুস্থতায়
মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর
প্রতি করুণা করেছেন, আর কেবল তাঁর প্রতি
নয়, আমার প্রতিও রহম করেছেন যেন দুঃখের
উপর দুঃখ আমার না হয়। ২৮ এজন্য আমি খুব
আগ্রহের সঙ্গেই তাঁকে পাঠালাম, যেন তোমরা
তাঁকে দেখে পুনর্বার আনন্দ কর, আমারও
দুঃখের লাঘব হয়। ২৯ অতএব তোমরা তাঁকে
প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দ সহকারে গ্রহণ করো এবং
এই রকম লোকদের সমাদর করো; ৩০ কেননা
মসীহের সেবাকর্মের জন্য তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি
হয়েছিলেন, আমার জন্য যে কাজ করা
তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তখন তিনি
নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেই সেবার কাজ
করেছিলেন।

হযরত পৌলের ঈসায়ী জীবন

৩ ১ শেষ কথা এই, হে আমার ভাইয়েরা,
প্রভুতে আনন্দ কর।
তোমাদের কাছে একই কথা বার বার লিখতে
আমার কষ্ট বোধ হয় না এবং তা তোমাদের
জন্য রক্ষাকবচ। ২ সেই কুকুরদের থেকে
সাবধান, সেই দুষ্ট কার্যকারীদের থেকে সাবধান,
সেই খৎনা-পন্থীদের থেকে সাবধান! ৩ আমরাই
তো সত্যিকারের খৎনা করানো লোক, আমরা
যারা আল্লাহ্‌র রূহে এবাদত করি ও মসীহ্‌
ঈসাতে গর্ব করি এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের
উপর নির্ভর করি না। ৪ তবুও আমি বাহ্যিক
আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে পারতাম।
যদি অন্য কেউ মনে করে যে, সে বাহ্যিক
আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে পারে,
তবে আমি আরও বেশি করে তা করতে পারি।
৫ অষ্টম দিনে আমার খৎনা করানো হয়েছে,

হবে, কারণ এই ভয়ের উৎস আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালবাসা।

২:১৩ ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাঁর সকল সন্তানের জীবনে কাজ করতে থাকে, যেন তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করার জন্য ও সেই অনুসারে চলার জন্য তারা অনুগ্রহ ও শক্তি লাভ করে।

২:১৫ কুটিল ও বিপথগামী। আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি তা অ-ঈমানদার ও গুনাহ্‌গার লোকদের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। এ কারণে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই দুনিয়ার কাছ থেকে নিজেকে পৃথক রেখে গুনাহ্‌বিহীন, পবিত্র ও বিশুদ্ধ জীবন যাপন করা এবং সেই সাথে সর্বান্তঃকরণে ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করা।

২:১৭ আমার রক্ত ... সেচন করা হয়। পৌল ফিলিপীয়দের এত বেশি ভালবাসতেন যে, তিনি তাদের জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

২:২১ নিজ নিজ বিষয় চেষ্টা করে। ঈসায়ী মণ্ডলীতে এমন অনেকে রয়েছে যারা শিক্ষা দান, বাণী প্রচার, তবলিগ, বই-পুস্তক লেখা ইত্যাদি কাজ করলেও মণ্ডলী বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে তা করে না; বরং তাদের নিজেদের স্বার্থ, সম্মান এবং উচ্চাভিলাষের জন্যই এমনটা করে থাকে।

৩:২ কুকুর। পৌলের জীবনে সবচেয়ে বড় কষ্টের বিষয় ছিল তারা, যারা মসীহের সুসমাচারকে বিকৃত করার চেষ্টা করতো। তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে 'কুকুর', 'দুষ্ট কার্যকারী' ইত্যাদি বলে আখ্যা দেন।

৩:৩ সত্যিকারের খৎনা করানো লোক। যারা সত্যিকার রূহানিক অনুপ্রেরণা ও চেতনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করে এবং নিজস্ব মানবীয় চেষ্টায় নির্ভর করার বদলে বরং মসীহ্‌কে সমস্ত বিষয়ে গৌরব দিয়ে থাকে, কারণ মসীহ্‌

আমি ইসরাইলের বিন্‌ইয়ামীন-বংশীয়, ইবরানীর বাড়িতে জন্মপ্রাপ্ত ইবরানী, শরীয়তের সম্বন্ধে ফরীশী, ৬ গভীর আগ্রহ সম্বন্ধে মণ্ডলীর নির্যাতনকারী, শরীয়ত পালনের ধার্মিকতা সম্বন্ধে কেউ আমার নিন্দা করতে পারত না। ৭ কিন্তু তাতে আমার যে সব লাভ হয়েছিল, সেসব আমি মসীহের জন্য ক্ষতি বলে গণ্য করলাম। ৮ আর বাস্তবিক আমার প্রভু মসীহ্‌ ঈসার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কারণে আমি সবই ক্ষতি বলে গণ্য করছি; তাঁর জন্য সব কিছুতেই ক্ষতি সহ্য করেছি এবং তা মলবৎ গণ্য করছি, যেন আমি মসীহ্‌কে লাভ করতে পারি, ৯ এবং মসীহ্‌তেই যেন আমাকে দেখতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্মিকতা, যা শরীয়ত থেকে প্রাপ্য, তা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা মসীহের উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে আসে– ঈমানের উপর ভিত্তি করে যে ধার্মিকতা আল্লাহ্‌ থেকে পাওয়া যায়, তা-ই যেন আমার হয়। ১০ আমি মসীহ্‌কে ও তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রমকে এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতাকে যেন জানতে চাই, আর এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি; ১১ যেন কোন মতে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের ভাগী হতে পারি।

লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়ানো

১২ আমি যে এখন তা পেয়েছি, কিংবা এখনই লক্ষ্যে পৌঁছেছি তা নয়; কিন্তু যার জন্য মসীহ্‌ ঈসা কর্তৃক ধৃত হয়েছি, কোনক্রমে তা ধরবার চেষ্টায় দৌড়াচ্ছি। ১৩ ভাইয়েরা, আমি যে তা নিজের চেষ্টায় ধরেছি, নিজের বিষয়ে এমন মনে করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, অতীতের বিষয়গুলো ভুলে গিয়ে সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হয়ে, ১৪ লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি মসীহ্‌ ঈসাতে আল্লাহ্‌র বেহেশতী আহ্বানের পুরস্কার পাবার জন্য চেষ্টা করছি। ১৫ অতএব এসো, আমরা যত লোক পরিপক্ক, সকলেরই যেন একই মনোভাব থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্যরকম মনোভাব থাকে তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে তাও প্রকাশ করবেন। ১৬ অতএব এসো, আমরা যে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি, সেই একই ধারায় চলি।

১৭ ভাইয়েরা, তোমরা সকলে মিলে আমার অনুকারী হও এবং আমরা যেমন তোমাদের আদর্শ, তেমনি আমাদের মত যারা চলে, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ। ১৮ কেননা অনেকে এমন চলছে, যাদের বিষয়ে তোমাদের বার বার বলেছি এবং এখনও কাঁদতে কাঁদতে বলছি, তারা মসীহের ক্রুশের দুশমন; ১৯ তাদের শেষ পরিণাম হল বিনাশ; তাদের উদরই হল তাদের আল্লাহ্‌ এবং যা কিছু তাদের লজ্জার বিষয় তাতেই তাদের গৌরব; দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের মন পড়ে আছে। ২০ কিন্তু আমাদের নাগরিকত্ব তো বেহেশতে; আর সেখান থেকে আমরা নাজাতদাতার, ঈসা মসীহের, আগমনের প্রতীক্ষা করছি; ২১ তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করে নিজের প্রতাপের দেহের সমরূপ করবেন– যে কার্যসাধক-শক্তিতে তিনি সবকিছুই নিজের বশীভূত করেন সেই শক্তির গুণেই তা করবেন।

প্রভুতে স্থির থাকার নিবেদন

৪ ১ অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, যাদের আমি মহব্বত করি ও দেখতে আকাঙ্ক্ষা করি, যারা আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপ, আমার সেই প্রিয়তমেরা, তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থির থাক।

২ আমি উবদিয়াকে ও সুন্তুখীকে ফরিয়াদ করে বলছি, প্রভুতে তোমাদের একই মনোভাব থাকুক। ৩ হে আমার প্রকৃত সহকর্মী, হ্যাঁ,

[৩:৬] প্রেরিত ২১:২০; ৮:৩; রোমীয় ১০:৫। [৩:৭] মথি ১৩:৪৪; লূক ১৪:৩৩। [৩:৮] ইয়ার ৯:২৩,২৪; ইউ ১৭:৩; ইফি। [৩:৯] ইয়ার ৩৩:১৬। [৩:১০] ২করি ১:৫। [৩:১১] প্রকা ২০:৫,৬। [৩:১২] ১তীম ৬:১২; ১করি ১৩:১০। [৩:১৩] লূক ৯:৬২। [৩:১৪] ইব ৬:১; ১করি ৯:২৪। [৩:১৫] ১করি ২:৬; ১থিষ ৪:৯। [৩:১৭] ১করি ৪:১৬; ১তীম ৪:১২। [৩:১৮] গালা ৬:১২; প্রেরিত ২০:৩১। [৩:১৯] জবুর ৭৩:১৭; রোমীয় ১৬:১৮; ৬:২১; ৮:৫,৬; এহুদা ১৩; কল ৩:২। [৩:২০] ইফি ২:১৯; কল ৩:১; ইব ১২:২২; ১করি ১:৭। [৩:২১] ইফি ১:১৯; ১করি ১৫:৪৩-৫৩; রোমীয় ৮:২৯; কল ৩:৪। [৪:১] ফিলি ১:৮; ১করি ১৬:১৩। [৪:২] ফিলি ২:২। [৪:৩] ফিলি ২:২৫;

ইহুদীবাদীদের প্রতিটি শরীয়তী নিয়মের পরিপূর্ণতা দিয়েছেন।

৩:১০ তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি। মসীহের দুঃখভোগ ও তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণার সহভাগিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ। প্রভুর মৃত্যুর সমরূপ হওয়ার উপায় হচ্ছে, আমাদের সকল গুনাহ্‌র জন্য অনুতাপ করে চিরতরে মন পরিবর্তন করা এবং তাঁর সাথে ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় নাজাত লাভ করে অনন্ত জীবনের অংশীদার হওয়া। সেই সাথে ঈসায়ী জীবন যাপন করা এবং মসীহের নির্দেশিত ত্যাগের পথ অনুসরণ করাও এর সাথে সম্পৃক্ত।

৩:১৫ পরিপক্ক। যারা রূহানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় যথাযথ বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছেন।

৩:১৭ আমার অনুকারী হও। পৌল যেভাবে ঈসা মসীহের দৃষ্টান্ত ও নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছেন, ঠিক সেভাবে পৌল ইফিষীয়দেরকে বলছেন যেন তারা পৌলকে অনুসরণ করেন, কারণ তিনি নিজে মসীহ্‌কে অনুসরণ করেন। প্রকৃত ঈসায়ী ঈমানদাররা যে ধরনের জীবন যাপন করেন, তা অন্য সকলের অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া উচিত।

৩:১৮ মসীহের ক্রুশের দুশমন। যারা সুসমাচারের সত্যকে বিকৃত করে, অনৈতিক জীবন যাপন করে এবং মণ্ডলীর মাঝে ভুল শিক্ষা দেয়।

৩:২০ আমাদের নাগরিকত্ব বেহেশতে। আমরা ঈসায়ীরা কখনোই এই দুনিয়ার স্থায়ী অধিবাসী নই, আমরা এখানে বিদেশী বা অভিবাসী। আমাদের জন্য প্রভু ঈসা মসীহ্‌ বেহেশতে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা আমাদের স্থায়ী নিবাস এবং আসল ঠিকানা। এই দুনিয়ায় সাময়িক অবস্থানের পর আমরা আবার বেহেশতে পিতা আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাব, যা আমাদের প্রকৃত স্বদেশ।

৩:২১ কার্যসাধক-শক্তি। ঈসা মসীহের বর্তমান ক্ষমতা; যা তিনি বাধ্যতায় তাঁর ক্রুশে মৃত্যুবরণ, পুনরুত্থান ও বেহেশতে আরোহণের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন। এই শক্তি ও ক্ষমতা সার্বজনীন ও পরম সত্য।

৪:৩ প্রকৃত সহকর্মী। সুসমাচার তবলিগ কাজে যারা পৌলের সহযোগী ছিলেন, তারা তাঁর সমকক্ষ ছিলেন, অধীনস্থ নন।

তোমাকেও বিনয় করছি, তুমি এঁদের সাহায্য
কর, কেননা এঁরা ইঞ্জিলের কাজে আমার সঙ্গে
পরিশ্রম করেছিলেন, ক্লীমেন্ত এবং আমার অন্যান্য
সহকর্মীরাও তা করেছিলেন, তাঁদের নাম জীবন-
কিতাবে লেখা আছে।

প্রভুতে আনন্দ

[৪] তোমরা প্রভুতে সব সময় আনন্দ কর;
পুনরায় বলবো, আনন্দ কর। [৫] তোমাদের
অমায়িক স্বভাব মানুষের কাছে প্রকাশিত হোক।
প্রভু নিকটবর্তী। [৬] কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না,
কিন্তু সমস্ত বিষয়ে মুনাজাত ও ফরিয়াদ দ্বারা
শুকরিয়া সহকারে তোমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয়
আল্লাহ্‌কে জানাও। [৭] তাতে সমস্ত চিন্তার অতীত
যে আল্লাহ্‌র শান্তি তা তোমাদের অন্তর ও মন
মসীহ্ ঈসাতে রক্ষা করবে।
[৮] অবশেষে, হে ভাইয়েরা, যা যা সত্যি,
আদরণীয়, ন্যায্য, বিশুদ্ধ, প্রীতিজনক, যা যা
সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্তি
হোক, সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা কর। [৯] তোমরা
আমার কাছে যা যা শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ
ও দেখেছ, সেসব করতে নিজেদের ব্যস্ত রাখ;
তাতে শান্তির আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে
থাকবেন।

উপহারের জন্য শুকরিয়া

[১০] কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আনন্দিত হলাম
যে, এত কাল পর এখন তোমরা আমার জন্য
চিন্তা করতে নতুন উদ্দীপনা পেয়েছ; অবশ্য
আমার বিষয়ে তোমরা চিন্তা করছিলে বটে, কিন্তু
তা দেখাবার সুযোগ পাও নি। [১১] এই কথা আমি
আমার অনটন সম্বন্ধে বলছি না, কেননা আমি যে
অবস্থায় থাকি, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি।
[১২] আমি অবনত হতে জানি, উপচয় ভোগ
করতেও জানি; প্রত্যেক বিষয়ে ও সমস্ত বিষয়ে
আমি তৃপ্ত বা ক্ষুধিত হতে এবং উপচয় বা
অনটন ভোগ করতে শিক্ষা লাভ করেছি।
[১৩] যিনি আমাকে শক্তি দেন তাঁর জন্য আমি
সবই করতে পারি। [১৪] তবুও তোমরা আমার
কষ্টের সহভাগী হয়ে ভালই করেছ।
[১৫] হে ফিলিপীয়েরা, তোমরাও জান, ইঞ্জিল
তবলিগের প্রথম লগ্নে, যখন আমি ম্যাসিডোনিয়া
থেকে প্রস্থান করেছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী
দেনা-পাওনার বিষয়ে আমার সহভাগী হয় নি
কেবল তোমরাই হয়েছিলে। [১৬] বাস্তবিক যখন
আমি থিষলনীকীতে ছিলাম তখন তোমরা একব-
ার, বরং দু'বার সাহায্য পাঠিয়ে আমার অভাব
পূরণ করেছিলে। [১৭] আমি উপহার পাবার চেষ্টা
করছি না, কিন্তু সেই ফলের চেষ্টা করছি যা
তোমাদের পক্ষে অনেক লাভজনক হবে।
[১৮] আমার সবকিছুই আছে, বরং উপচে পড়ছে;
আমি তোমাদের কাছ থেকে ইপাফ্রদীতের হাতে
যা যা পেয়েছি তাতে পরিপূর্ণ হয়েছি। এই
উপহারগুলো ছিল সৌরভস্বরূপ আল্লাহ্‌র
প্রীতিজনক গ্রহণযোগ্য কোরবানী। [১৯] আর
আমার আল্লাহ্ মসীহ্ ঈসাতে স্থিত আপন
গৌরবের ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত অভাব
পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেবেন। [২০] আমাদের
আল্লাহ্ ও পিতার মহিমা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে
হোক। আমিন।

প্রকা ২০:১২।
[৪:৪] জবুর ৮৫:৬; ৯৭:১২; হাবা ৩:১৮।
[৪:৫] ইব ১০:৩৭; জবুর ১১৯:১৫১; ১৪৫:১৮; ইয়াকুব ৫:৮,৯।
[৪:৬] মথি ৬:২৫-৩৪।
[৪:৭] ইশা ২৬:৩; ইউ ১৪:২৭; ইফি ৩:১৯।
[৪:৯] ১করি ৪:১৬; রোমীয় ১৫:৩৩।
[৪:১০] ২করি ১১:৯।
[৪:১১] ১তীম ৬:৬,৮; ইব ১৩:৫।
[৪:১২] ১করি ৪:১১; ২করি ১১:৯।
[৪:১৩] কল ১:১১; ১তীম ১:১২; ২তীম ৪:১৭।
[৪:১৪] ফিলি ১:৭।
[৪:১৫] ফিলি ১:৫; প্রেরিত ১৬:৯।
[৪:১৬] প্রেরিত ১৭:১; ১থিষ ২:৯।
[৪:১৭] ১করি ৯:১১,১২।
[৪:১৮] ফিলি ২:২৫; ২করি ২:১৪।
[৪:১৯] জবুর ৩:১; ২করি ৯:৮।
[৪:২০] গালা ১:৪; ১থিষ ১:৩।

৪:৪ প্রভুতে সব সময় আনন্দ কর। ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সমস্ত অনুগ্রহ, তাঁর নৈকট্য ও তাঁর ওয়াদাগুলো স্মরণ করে সব সময় আনন্দ করা এবং নিজেকে উৎসাহিত করা।

৪:৬ কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। আমাদের কোন বিষয়ে অস্থির, উদ্বিগ্ন বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়; কারণ প্রভুর কাছে মুনাজাত করার মধ্য দিয়ে আমরা যে কোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি।

৪:৭ আল্লাহ্‌র শান্তি। যখন আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকি ও তাঁর কালামে নিজেকে স্থির করার জন্য একাগ্র হই, সে সময় আমাদের উদ্বিগ্ন অন্তর আল্লাহ্‌র পবিত্র শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

৪:৮ যা যা সত্যি ... কীর্তি হোক। আল্লাহ্‌র শান্তি উপভোগ করতে হলে ও তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে যেগুলো সত্য, বিশুদ্ধ, পবিত্র ও ধার্মিকতাপূর্ণ, শুধুমাত্র সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

৪:১০ দেখাবার সুযোগ পাও নি। পৌলকে শুভেচ্ছা দান পাঠাতে ফিলিপীয় মণ্ডলী ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে দেরী করেছিল বলে তিনি এই কথা বলেছেন।

৪:১১ তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে মসীহ্‌তে বিজয়ী হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই আল্লাহ্ আমাদেরকে যুগিয়ে দিয়েছেন, এই কথাটি জানা ও বিশ্বাস করাই আমাদের সন্তুষ্ট থাকবার চাবিকাঠি।

৪:১৩ সবই করতে পারি। আল্লাহ্‌র কাছে সন্তুষ্টিজনক এমন যে কোন কিছু। জীবন্ত ও মহিমান্বিত ঈসা মসীহের সাথে সংযুক্ত থাকাই পৌলের সন্তুষ্টি ও বাধ্যতার শক্তির উৎস।

৪:১৬ আমার অভাব পূরণ করেছিলে। ফিলিপীয় মণ্ডলীটি ছিল একটি তবলিগমুখী মণ্ডলী। তারা পৌলের তবলিগ যাত্রাকালে তাঁর প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো যুগিয়ে দিত।

৪:১৭ তোমাদের পক্ষে অনেক লাভজনক। ফিলিপীয়দের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের বিপরীতে পৌল তাদের জন্য 'রূহানিক লভ্যাংশ', অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দোয়া সংগ্রহ করছিলেন।

৪:১৯ সমস্ত অভাব পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ আমাদের সমস্ত দুনিয়াবী ও রূহানিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন,

শেষ কথা ও দোয়া

[২১] তোমরা মসীহ্‌ ঈসাতে প্রত্যেক পবিত্র
লোককে সালাম জানাও। আমার সঙ্গী ভাইয়েরা
তোমাদের সালাম জানাচ্ছেন। [২২] সকল পবিত্র
লোক, বিশেষত যাঁরা সম্রাটের বাড়ির লোক,
তাঁরা তোমাদের সালাম জানাচ্ছেন।
[২৩] ঈসা মসীহের রহমত তোমাদের রূহের
সহবর্তী হোক।

[৪:২১] গালা ১:২।
[৪:২২] প্রেরিত ৯:১৩।
[৪:২৩] রোমীয় ১৬:২০; গালা ৬

যদি আমরা সেগুলো তাঁর কাছে মুনাজাত সহকারে তুলে ধরি। **৪:২২ সম্রাটের বাড়ির লোক**। সম্রাটের আত্মীয় নন, বরং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। সম্ভবত রোম সম্রাটের প্রাসাদে কর্মরতদের মধ্যে অনেকেই পৌলের তবলিগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ঈসায়ী জীবন-যাপনের শিক্ষা

আয়াত	*দৃষ্টান্ত*	*শিক্ষা*	*ঈমানদার হিসেবে আমাদের লক্ষ্য*
১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭	দৌড়	পুরস্কার লাভের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে	আমরা জীবনের দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়ানোর জন্য নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলব। এজন্য আমাদেরকে মসীহের তথা আমাদের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনভাবে আমরা পিছিয়ে না পড়ি। এ কাজে সফল হলে আমরা পুরস্কার হিসেবে মসীহের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব।
ফিলিপীয় ৩:১৩,১৪	দৌড়	সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য দৌড়াতে হবে	ঈসায়ী জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন। আমাদের অতীতকে ভুলে যেতে হবে এবং লক্ষ্যের অভিমুখে প্রাণপণে দৌড়াতে হবে, কারণ আমরা জানি মসীহ্‌ এই দৌড়ের শেষে আমাদের জন্য অনন্তকাল তাঁর সাথে থাকার ওয়াদা করেছেন।
১ তীমথি ৪:৭-১০	অনুশীলন	রূহানিক অনুশীলন আপনাকে ঈমানে ও উত্তম চরিত্রে নিজেকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে	শরীরকে ঠিক রাখার জন্য যেমন আমরা নিয়মিত অনুশীলন করি, ঠিক সেভাবেই রূহানিকভাবে সুস্থ থাকার জন্যও আমাদের ক্রমাগতভাবে রূহানিক অনুশীলন করা উচিত। এই কাজটি করলে আমরা আরও ভাল ঈসায়ী হয়ে উঠি, কারণ তখন আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে জীবন ধারণ করতে থাকি। এ ধরনের জীবন-যাপন অন্যদেরকেও মসীহের প্রতি আকর্ষিত করে।
২ তীমথি ৪:৭,৮	মল্লযুদ্ধ	উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করা এবং লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা	ঈসায়ী জীবন হচ্ছে সমস্ত প্রকার মন্দ শক্তি থেকে দূরে থাকা ও প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার লড়াই। যদি আমরা সত্য আঁকড়ে ধরে থাকি ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে চলি, তাহলে তিনি এই লড়াইয়ের শেষে আমাদের জন্য একটি মুকুট দানের ওয়াদা করছেন।

BACIB
International Bible
CHURCH